সংবাদ

তারিখ ... 9 JUN 2010
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

উপজেলায় সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রকল্প বাতিল

রাকিব উদ্দিন

নির্বাচনী অঙ্গীকার থাকা সত্ত্বেও খরচ বাঁচাতে এবং আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোর চাপে মাধ্যমিক বিদ্যালয়বিহীন ৩০৬টি উপজেলায় সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রকল্প বাতিল করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এসব উপজেলায় কোন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, ৩০৬টি সরকারি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট উপজেলাগুলোতে বিদ্যমান ৩০৬টি বেসরকারি বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিদ্যালয়বিহীন উপজেলাগুলোতে একটি করে মডেল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিল। পরে মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এসে সেই উদ্যোগ বাতিল করে দেয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এতথ্য জানা গেছে।

সংশ্লিষ্টরা জানায়, শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণ, দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ দেয়া, দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া পরিবারের সন্তানদের জন্য শিক্ষার সমসুযোগ নিশ্চিত করতে বিদ্যালয়বিহীন উপজেলাগুলোতে একটি করে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার ঘোষণা দিয়েছিল মহাজোট নেতারা।

নির্বাচনী বাতিল : পৃষ্ঠা : ১১ : ১

বাতিল : প্রকল্প

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অঙ্গীকার হিসেবে সরকার গত বছরের প্রথম দিকে প্রত্যেক উপজেলায় একটি করে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রাথমিক তৎপরতা শুরু করেছিল। কিন্তু সরকারের প্রায় দেড় বছর অতিবাহিত হওয়ার পর আর্থিক সীমাবদ্ধতার অজুহাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৩০৬টি উপজেলায় সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ থেকে সরে এসেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, ৩০৬টি উপজেলায় সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলে খরচ হবে প্রায় ২ হাজার কোটি। আর সংশ্লিষ্ট উপজেলায় একটি করে বেসরকারি বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করলে খরচ হবে মোট সাড়ে ৫০০ থেকে ৬০০কোটি টাকা। তাছাড়া বিশ্ব ব্যাংক এবং এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে আপত্তি জানাচ্ছে বলেও সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

মডেল বিদ্যালয় : মডেল বিদ্যালয়ে সরকারিভাবে পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুবিধা (স্থাপনা, আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ) প্রদানের পাশাপাশি শিক্ষক-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধাও বাড়ানো হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠান বেসরকারিই থাকে। আর প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় মডেল বিদ্যালয়ে পড়া-লেখাও সাধারণ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে অনেক ব্যয়বহুল হয়।

গত মার্চ মাসে শিক্ষা সচিব সৈয়দ আতাউর রহমান বলেছিলেন, 'প্রথমে সরকারের পরিকল্পনা ছিল উপজেলাগুলোতে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার। এখন মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংশ্লিষ্ট উপজেলাগুলোতে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের'।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জানতে গতকাল সোমবার শিক্ষা সচিবের কাছে যোগাযোগ করা হলেও তিনি কিছু বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, শিক্ষা সচিব নিজেই সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন।

প্রথমে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং পরে সরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ থেকে সরে এসে শিক্ষা সচিব এখন আবারও মডেল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তৎপরতা। তিনি আগামী বৃহস্পতিবার সকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে 'ট্রান্সফরমেশন অব ইগজিসটিং নন-গভর্নমেন্ট স্কুলস ইনটু মডেল স্কুলস ইন সিলেকটেড ৩০৬ উপজেলা হেডকোয়ার্টার্স' শীর্ষক প্রকল্প পুনরায় চালু করার প্রসঙ্গে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের এক জরুরি সভা আহ্বান করেছেন।

পুনরায় মডেল বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের সভায় আমন্ত্রণ পাওয়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা গতকাল 'সংবাদ'কে বলেছেন, এ মুহূর্তে ৩০৬টি উপজেলায় মডেল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু করলেও বর্তমান সরকারের আমলে সব উপজেলায় মডেল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। তাছাড়া আগামী বাজেটেও মডেল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রকল্পে কোন অর্থ বরাদ্দ রাখা হচ্ছে বলেও তিনি জানান।

ওই কর্মকর্তা আরও জানান, মডেল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তৎপরতা শুরু হলে সংশ্লিষ্ট আসনের সংসদ সদস্যরা যেকোনভাবে চাইবেন নিজেদের প্রতিষ্ঠানকে মডেল করতে। এতে মডেল বিদ্যালয়গুলো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থাকে বলেও তিনি জানান।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানান, বেসরকারি বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করলে বিদ্যালয়গুলোর উদ্যোক্তারা নানাভাবে লাভবান হবেন। কিন্তু উপজেলাগুলোর দারিদ্র্যপীড়িত মানুষ কোনভাবেই উপকৃত হবে না। দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানদের শিক্ষার আওতায় আনতে হলে সরকারি বিদ্যালয়ের প্রসার ঘটাতেই হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, বছরে দেশে প্রায় ২৫ লাখ শিশু বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া ২০১৪ সালের মধ্যে সরকার সব শিশুকে বিদ্যালয়ের আওতায় আনতে চাচ্ছে। ২০১৪ সালের মধ্যে সরকারকে এ লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে প্রয়োজনানুযায়ী মানসম্মত সরকারি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতেই হবে।